তারিখ ... 18 MAY 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ .....

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রসঙ্গ ঃ মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ থানাধীন মহজমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী আমার ছোট্ট বোন। সে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। গত ৫-৪-৯৭ তারিখে বাড়ি গিয়া শুনিতে পাই, তাহার স্কুলের বেতন দিতে হইবে। প্রধান শিক্ষক সেই প্রকারই নির্দেশ দিয়াছেন। অথচ আমার জানা মতে মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়াইবার লক্ষ্যে সরকার অবৈতনিক ব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন। প্রধান শিক্ষকের নিকট গিয়া শুনিতে পাই, বিগত সরকারের আমলে উক্ত ব্যবস্থা চালু হইয়াছিল। বর্তমান সরকারের সময় তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। অগত্যা আমার ছোট বোনের তিন মাসের বেতন পরিশোধ করিতে হইল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, পূর্বের চালুকৃত ব্যবস্থাটি সত্যই কি বাতিল করা হইয়াছে? হইলে কেন? বর্তমান সরকার কি মেয়েদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে আগ্রহী নহেন? নাকি প্রধান শিক্ষক বেতন গ্রহণ করিতেছেন সরকারকে হেয় করার জন্য? যাহাই হউক, মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে উক্ত অবৈতনিক ব্যবস্থাই কাম্য। পড়ালেখার প্রতি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাইলেও ছেলে ও মেয়ে সন্তানের বৈষম্য কাটে নাই। দেখা যায়, মেয়ের চাইতে ছেলেকেই স্কুলে পাঠাইবার প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ বেশি থাকে। ভাবখানা এমন যে, টাকা যখন খরচ করিব, ছেলের পিছনেই করি। মেয়েতো পরের ঘরেই চলিয়া যাইবে। আর তাই ছেলের পাশাপাশি মেয়ে সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারেও সম আগ্রহ সৃষ্টি করিতে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকা একান্ত জরুরী বলিয়া মনে করি। এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—রাশেদুল ইসলাম, গ্রাম ঃ মুছার চর, ডাক ঃ মহজমপুর, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।